بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪২-০৩/০২ বৃহস্পতিবার, ১২ রবিউল আউয়াল, ১৪৪২ ২৯/১০/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হে মুসলিমগণ! পশ্চিমা ক্রুসেডারদের কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে অবমাননার মাধ্যমে মুসলিমদেরকে কুফর ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধে অভ্যস্থ করার চক্রান্ত প্রতিহত করুন, এবং শক্তিশালী খিলাফত রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবী তুলুন যার পরাক্রমশীলতাই যথেষ্ট রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সম্মান ও পবিত্রতাকে রক্ষা করতে

দুর্বৃত্ত ফরাসি সরকারের প্রকাশ্য মদদে এবং তাদের চলমান ইসলামফোবিক (ইসলাম ভীতি) অপপ্রচারের অংশ হিসেবে ফ্রান্সের ব্যাঙ্গাত্মক পত্রিকা চার্লি হেবদো আবারও ইসলামের পবিত্রতা লঙ্ঘনের ধৃষ্টতা দেখালো। পশ্চিমা ক্রুসেডারদের কর্তৃক আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং ইসলামের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রাণোদিতভাবে সংঘটিত এই অবমাননা সুস্পষ্টভাবে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের মুসলিমের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের শামিল। পশ্চিমা ক্রুসেডাররা ১৯২৪ সালে খিলাফত রাষ্ট্র ধ্বংস করতে সক্ষম হয়, কিন্তু তারপর থেকে তারা তাদের ধর্মনিরপেক্ষ উদারনৈতিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠার নামে ধারাবাহিকভাবে আমাদের দ্বীনের পবিত্রতাকে লঙ্ঘন করছে, যাতে আমরা এটিকে সহ্য করে নেই। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: **"ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন"** [সূরা বাকারাহ্: ১২০]। কিন্তু যে বিষয়টি পশ্চিমা কাফিদেরকে গভীরভাবে চিন্তিত করছে সেটা হচ্ছে, তাদের এসকল চক্রান্ত মুখ থুবড়ে পড়ছে, এবং মুসলিম উম্মাহ্'র মধ্যে ইসলাম জীবনব্যবস্থা তথা খিলাফতের শাসন দ্বারা শাসিত হওয়ার আকাঙ্খা এখন পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় আরও তীব্রতর হচ্ছে এবং আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই পশ্চিমা ক্রুসেডারদের মধ্যে মুসলিমবিরোধী ঘৃণা, দ্বীনকে কটাক্ষ করে অপপ্রচার এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ব্যাঙ্গ করা তাদেরই হতাশা ও পরাজিত মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ, কারণ তারা এসব আগ্রাসনের পরেও ইসলামের প্রতি মুসলিম উম্মাহ্'র সংবেদনশীলতাকে ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং, কপটাচারী ফরাসী প্রেসিডেন্ট কর্তৃক 'ইসলাম সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে' এই মন্তব্যের মাধ্যমে তাদের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের দেওলিয়াত্বকেই গোপন করার চেষ্টা করেছে।

এবং একমাত্র মুসলিম ভূমিসমূহের দালাল শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ফ্রান্সসহ অন্যান্য পশ্চিমা দেশসমূহ এই ধরণের ধৃষ্টতাপূর্ণ অপরাধের পরেও সহজে পার পেয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা কাফিররা ভালো করেই জানে, বর্তমান দালাল শাসকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং দ্বীনের অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে কখনোই সেই সেই হাটু কাঁপানো প্রতিক্রিয়া দেখাবে না যেমনটি উসমানী খিলাফত আমলে খলিফা আব্দুল হামিদ দেখিয়েছিলেন। তিনি ১৮৯০-সালে ফ্রান্স এবং বৃটেনকে শুধুমাত্র জিহাদ ঘোষণার হুমকি দিয়েই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে অবমাননা করে রচিত নাটক মঞ্চস্থ করা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কারণ তখনো খিলাফতের ছিল নিষ্ঠাবান শক্তিশালী সেনাবাহিনী। কিন্তু বর্তমানে আমরা পাচ্ছি মার্কিন দালাল এরদোগানের মত শাসকদেরকে, যে তার ফাঁকা বুলির দ্বারা উম্মাহ্'র আবেগের সাথে প্রতারণা করছে। সে ফরাসী পণ্য বর্জনের ডাক দিয়ে উম্মাহ্'র ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়েছে, অথচ তার শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে ফ্রান্সের অভিমূখে পরিচালিত করাতো দূরের কথা তার হুমকিও দেয়নি। তাছাড়া আমরা শেখ হাসিনার মতো শাসকের বোঝাও বহন করছি যে উম্মাহ্'র আবেগের প্রতি এতটাই অমনোযোগী যে এমনকি প্রতারণাপূর্ণভাবে হলেও সে কোন মন্তব্য করেনি কিংবা ম্যাঁক্রনের বিরুদ্ধে কিছু বলার প্রয়োজনবোধ করেনি! এবং কেনইবা সে করবে যখন সে হচ্ছে পশ্চিমা ক্রুসেডারদের কর্তৃক পরিচালিত ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সামনের কাতারের যোদ্ধা, এবং তাদের দ্বারা একাধিকবার পুরষ্কারে ভূষিত!

হে মুসলিমগণ, ক্রুসেডারদের এই আগ্রাসনকে চিরতরে বন্ধ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে অনতিবিলম্বে আমাদের প্রকৃত অভিভাবক এবং রক্ষাকবচ নবুয়্যতের আদলে প্রতিষ্ঠিত ২য় খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সম্মান ও পবিত্রতাকে রক্ষা করতে যে রাষ্ট্রের পরাক্রমশীল বৈশিষ্ট্যই যথেষ্ট। প্রতিবাদ আমরা অবশ্যই করে যাব, কিন্তু শুধুমাত্র প্রতিবাদ জানানোর মাধ্যমে পশ্চিমা কাফিরদের এই চক্রান্ত এবং অপরাধের ইতি টানা সম্ভব হবেনা যদিনা আমরা আমাদের প্রচেষ্টাকে এসব বিশ্বাসঘাতক দালাল শাসকদের অপসারণের দিকে ধাবিত করি, কাফিরদের প্রতি তাদের ভালোবাসা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর

সম্মান রক্ষার চেয়েও পছন্দনীয়। যেহেতু পশ্চিমা ক্রুসেডারদের স্বার্থ ও ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধকে পাহাড়া দেয়ার জন্যই তাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান, তাই তারা কখনওই আমাদের সাহসী সামরিক বাহিনীকে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করবে না। সুতরাং, যখন আপনারা রাজপথে আন্দোলন করবেন, তখন খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবী তুলুন, যা প্রকৃতই আমাদের প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্মান রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করবে।

হে মুসলিমগণ, আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে আপনাদের পরিবারের সদস্য ও বন্ধু-পরিচিতদের মধ্যে যারা নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসার তাদেরকে আহ্বান জানানো যেন তারা খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-কে নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) প্রদান করে। সুতরাং, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে এই দায়িত্ব পালনে অগ্রগামী হোন। সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারদের প্রতি আহ্বান জানান যেন তারা দুনিয়াতে এই মহান দায়িত্ব পালনের আহ্বানে সাড়া দেয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সম্মানিত সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে।

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

"তোমাদের কেউ ঈমানদার হিসেবে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান, তার পিতা, এবং সমগ্র মানবজাতির চেয়ে অধিক প্রিয় হই।" (বুখারী এবং মুসলিম)

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ